দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৯

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ, ৭ মে (সংবাদদাতা।— গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলার মধ্যে মুকসেদপুর একটি। ১৯৮২ সালে মুকসেদপুরকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। উন্নয়নের দিক দিয়ে এই উপজেলা তেমন অগ্রসর হতে পারেনি।

মুকসেদপুর উপজেলার আয়তন ১শ' ২১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২ লাখ ৪৭ হাজার ৩শ' ১৮ জন। পুরুষ ১ লাখ ২৩ হাজার ৪শ' ৪ জন। মহিলা ১ লাখ ২৩ হাজার ৯শ' ১৪ জন। ইউনিয়ন ১৭টি এবং গ্রাম ২শ' ৬৬টি। এ উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্যসীমার নীচে।

কৃষি ব্যবস্থা

মুকসেদপুর উপজেলার ৬০ ভাগ লোকই কৃষিজীবী। মোট জমির পরিমাণ ৭৭ হাজার ৪শ' ৫ একর। কৃষি জমি ৫৯ হাজার ৮শ' ৩৬ একর। অনাবাদী জমি ১৭ হাজার ৬শ' ১৪ একর। কৃষিজীবী পরিবারের সংখ্যা ৩০ হাজার ৬শ' ৩০ জন। এই উপজেলায় এক ফসলী, দো'ফসলী ও তে'ফসলী শস্যের আবাদ হয়ে থাকে। চাষাবাদের পদ্ধতির কোন উন্নতি হয়নি। খাদ্যের প্রয়োজন এই উপজেলায় বছরে প্রায় ৩৯ হাজার মেট্রিক টন। উৎপাদন হয় ৩১ হাজার মেট্রিক টন। ঘাটতির পরিমাণ ৮ হাজার মেট্রিক টন। পাট উৎপাদন বছরে ৫ হাজার মেট্রিক টন। এ উপজেলার প্রধান ফসল ধান এবং পাট। তবে অন্যান্য রবিশস্যের চাষও হয়ে থাকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

মুকসেদপুর উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কয়েক বছর পূর্বে ফরিদপুর-বরিশাল সড়কে বোরইতলা থেকে মুকসেদপুর উপজেলা সদর পর্যন্ত ১৬ কিঃ মিঃ এইচবিবি সংযোগ রাস্তা নির্মাণ করা হলেও তার অবস্থা তেমন ভাল নয়। পাকা রাস্তার পরিমাণ ৭১/২ কিঃ মিঃ। কাঁচা রাস্তা ১শ' ৯১ কিঃ মিঃ। শুষ্ক মওসুমে এসব রাস্তা দিয়ে চলাচল করা সম্ভব হলেও বর্ষাকালে এসব রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

এই উপজেলায় কলেজ ২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২৬টি। দাখিল ও ফাজিল মাদ্রাসা ১০টি। বেশীর ভাগ স্কুলের অবস্থা তেমন ভাল নেই। আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে অত্র উপজেলার শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪ দশমিক ৩০ ভাগ।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এই উপজেলায় প্রায় ২১/২ লাখ লোকের জন্য একটি ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হেলথ কমপ্লেক্স আছে। ইউনিয়ন হেলথ কমপ্লেক্স ১৭টি। অবশ্য এসব জায়গা থেকে রোগীরা ঠিকমত চিকিৎসা পায় না। প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্য ও সু-চিকিৎসা থেকে এই উপজেলার রোগীরা অহরহই বঞ্চিত হচ্ছে।